বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থ-বছর ২০১৭-২০১৮

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.hsd.gov.bd

উপদেষ্টা পরিষদ

মোহাম্মদ নাসিম, এম.পি
মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাহিদ মালেক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ সিরাজুল হক খান
সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সার্বিক সহযোগিতায়

শেখ রফিকুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

পুস্তিকা প্রকাশনা আহবায়ক পরিষদ

শেখ মুজিবর রহমান **(আহবায়ক)**
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা)

মোঃ খলিলুর রহমান
যুগ্মসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)

ড. মোঃ এনামুল হক
যুগ্মসচিব (বাজেট)

ডা. মোঃ রওশন আনোয়ার
চিফ (অতিরিক্ত দায়িত্বে), স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো

মোঃ শাহাদত হোসেন কবির
সিনিয়র সহকারি সচিব (প্রশাসন-২)

মোছাঃ মাসুদা বেগম
সিনিয়র সহকারী চিফ (স্বাস্থ্য-৪)

আহমেদ লতিফুল হোসেন
সিস্টেম এনালিস্ট

ড. বিলকিস বেগম **(সদস্য-সচিব)**
উপসচিব (প্রশাসন-৪)

সম্পাদনা পরিষদ

ড. গোলাম মোঃ ফারুক **(আহবায়ক)**
উপসচিব (জিএনএসপি)

এ জেড এম শারজিল হাসান
উপসচিব (প্রশাসন-১)

মোঃ মুজিবর রহমান
উপ-প্রধান (পরিকল্পনা)

মোঃ বজলুর রহমান
উপ-প্রধান (স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো)

ডা. আফরিনা মাহমুদ
সহকারি পরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

আবুল কাইয়ুম খান
নির্বাহী প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর)

ড. বিলকিস বেগম **(সদস্য-সচিব)**
উপসচিব (প্রশাসন-৪)

সমন্বয়কারী
শেখ মোঃ রজব আলী
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্বে)

-: প্রকাশনায় :-
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০১৮

সহযোগিতায় :
মোঃ রেজাউল করিম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
মোঃ মাকসুদুর রহমান, কম্পিউটার অপারেটর এবং
মোঃ আজিজুল হক, অফিস সহায়ক, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

Mohammed Nasim, MP
Minister
Ministry of Health & Family Welfare
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

মোহাম্মদ নাসিম, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮' পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়া এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট। আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকার কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম জোরদার করেছে। সারাদেশে মোট ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। জাতীয় ই-হেলথ নীতিমালা এবং ই-হেলথ কৌশল তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। জনবল নিয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা খাতকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন-মেডিকেল কর্মচারী নিয়োগবিধি ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সরকার মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, শিশু পুষ্টি বৃদ্ধিসহ মা ও শিশু কল্যাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে কমিউনিটি থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতসহ বিভিন্ন খাতের অগ্রগতির ফলে গত ৫(পাঁচ) বছরেই দেশের জনগণের গড় আয়ু ২(দুই) বছর বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ থেকে ৭২.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যখাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ 'সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ' ২০৩০ সালের মধ্যে পৌঁছাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ নাসিম

Building No. 3, Room-344, Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Web : www.mohfw.gov.bd, Tel : +8802 9574488, Fax : +8802 9571301, E-mail : minister@mohfw.gov.bd

Zahid Maleque, MP
State Minister
Ministry of Health & Family Welfare
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

জাহিদ মালেক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের গণমানুষের পক্ষে এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য সাশ্রয়ী গুণগত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রতিবছর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করছে। সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্জিত সাফল্য এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা জনসমক্ষে প্রকাশে অংশ হিসাবে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশ একটি অতীব প্রশংসনীয় কাজ।

আমাদের সরকার স্বাস্থ্য খাতকে বরাবরই অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যখাতে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ ২০৩০ অর্জনেও আমরা এগিয়ে চলেছি। বর্তমান সরকার এ খাতে যুপোপযোগী ও বহুমুখী সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করায় মাতৃমৃত্যু হার ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসসহ বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকার হাসপাতালসমূহের উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি, এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করেছে। প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক সংস্কার করা হয়েছে। জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তার ফসল দেশ বিদেশে নন্দিত বর্তমান ১৩৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত প্রান্তিক জনগণ হাতের নাগালে সমন্বিত স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টিসেবা পাচ্ছেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য তৈরি হয়েছে অটিজম সেল।

আমি আশাকরি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জনগণের স্বাস্থ্য সেবাকে নিশ্চিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আগামীতে নতুন নতুন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলায় নতুন অর্জনের ফলক যুক্ত করতে সক্ষম হবে।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(জাহিদ মালেক, এমপি)

বাণী

সচিব

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্জিত সাফল্য এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে আলোকে এই বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

জাতি-ধর্ম ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকলের জন্য স্বাস্থ্য সেবা- রুপকল্প বাস্তবায়ন করতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ অক্লান্তভাবে কাজে করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বিভিন্ন আইন, নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। যার ফলে দক্ষ জনবল ও ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠার মাধ্যমে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবার সহজ প্রাপ্যতা ও বিদ্যমান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে এবং বিশ্ব নেতৃত্ব এর স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের ফলে স্বাস্থ্য খাতের যে সকল বিষয়ে সাফল্য অজর্ন সম্ভব হয়েছে সেগুলো হলো: স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস, ঔষধের সরবরাহ বৃদ্ধি, কমিউনিটি ক্লিনিক চালু, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য খাতের ডিজিটাল কার্যক্রম এবং দেশের উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবার ব্যবস্থা। গত ১০ (দশ) বছরে দেশব্যাপী একটি ব্যাপক ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে যা একটি সুস্থ জাতি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনে স্বাস্থ্য খাতের এ অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকল সহকর্মীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

১৫.১০.২০১৮
মোঃ সিরাজুল হক খান

আহ্বায়কের কথা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। এই প্রতিবেদনে গত অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কার্যাবলী, সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, বাজেট, সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণ, অপারেশনাল প্ল্যানের অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশ করে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার "সবার জন্য স্বাস্থ্য"এই নীতিকে বাস্তবায়ন করে থাকে। দেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ যে কয়টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে তার অধিকাংশই এসেছে স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে। স্বাস্থ্য খাতে বর্তমান সরকারের সাফল্য প্রতিবেদন আকারের প্রকাশের মাধ্যমে যেমন দেশের জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, তেমনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারিও বেসরকারি সংগঠণ এবং কর্মচারীগণও তাঁদের কাজের স্বীকৃতি পাবে।

প্রতিবছর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে বার্ষিক প্রতিবেদন সফলভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয় পুনগঠিত হয়ে দুইটি বিভাগ গঠনের পর বিভক্ত হওয়ার পর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের এটি প্রথম প্রয়াস । ভবিষ্যতে এ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আশা রাখি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনাব জাহেদ মালেক, এমপি এবং জনাব মোঃ সিরাজুল হক খান, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা সহজ হয়েছে।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত বিগত বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো আমাদের জন্য সহায়ক হয়েছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মন্ত্রণালয় এবং তার অধীন বিভাগ ও দপ্তর/অধিদপ্তর, সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এ প্রতিবেদনটি। বিশেষ করে সম্পাদনা পরিষদ প্রতিবেদনটি প্রকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদনটিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের হালনাগাদ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশন করা হয়েছে যা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণা ও তথ্যের উৎস হিসেবে উপকার পাবে। এছাড়াও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মপরিধি সম্পর্কে জনগণ অবগত হবে এবং তাদের চাহিদামাফিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে । প্রতিবেদনটি নির্ভুল তথ্য ও ত্রুটিমুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সম্মানীত পাঠকগণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এ প্রত্যাশা রাখছি। সকলের মূল্যবান পরামর্শ পেলে ভবিষ্যতে প্রতিবেদনটিকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা থাকবে।

শেখ মুজিবর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অধিশাখা)

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যাবলি, প্রতিবছরের সম্পাদিত কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি জনগণকে অবহিতকরণের নিমিত্ত প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি, ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের কর্মপরিকল্পনা সকলকে অবহিতকরণের জন্য এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। প্রতিবেদন থেকে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি এবং লক্ষ্য অর্জনে এ বিভাগ কতটুকু সফল হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। প্রতিবেদনে সকল বিষয়ে পূর্ববর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে সম্পাদিত কাজের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে :

- ১০টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি হাসপাতালকে ১৫০ শয্যা হতে ২০০ শয্যায় উন্নীতকরণ; ৩৫০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস হাসপাতালে অতিরিক্ত ১০০ শয্যা সংযোজন; জাতীয় নাক, কান, গলা ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ২০ শয্যা বৃদ্ধি করে ১২০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং ৭৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া দেশের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৯৮টি অ্যাম্বুলেন্স বিতরণ করা হয়েছে।
- এছাড়া আন্তর্জাতিক মানের বিশ্বের বৃহত্তম ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি প্রতিষ্ঠান "শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট" এর কাজ সমাপ্তির পথে। শিঘ্রই প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন ও চালু করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বৃহস্পতিবার তাঁর কার্যালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের অর্থ দ্বারা সংগৃহীত সরকারি অ্যাম্বুলেন্স বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। -পিআইডি

গত অর্থ-বছরে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী অধ্যাপক পদে ৫৪৩ জন, অধ্যাপক পদে ১৪৭ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক ও পরিচালক পদে ২৬৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পদে সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে ৩২৭ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান এবং ৩৫ তম বিসিএস এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৪৪০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

- বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ১০,০০০ জন চিকিৎসক (৯,৫০০ জন সহকারী সার্জন/মেডিকেল অফিসার এবং ৫০০ জন সহকারী ডেন্টাল সার্জন) নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন লাভ করেছে। দুই পর্বে এ নিয়োগ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম পর্বে ৫,০০০ জন চিকিৎসক নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে সরকারি কর্মকমিশন থেকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

- রাজস্বখাতে ১,৪৯৪ টি ক্যাডার, ৩,৫৯২ টি নন ক্যাডার পদসহ মোট ৫০৮৬টি পদ সৃজন করা হয়েছে।
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর আওতায় ৯০টি হেমোডায়ালাইসিস মেশিন স্থাপন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি হাসপতালে অবশিষ্ট ৪৫টি হেমোডায়ালাইসিস মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।
- ইবোলা ভাইরাস এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে নিম্নলিখিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে :
  - ✓ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা;
  - ✓ কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ২০ শয্যার একটি আলাদা ওয়ার্ড সংরক্ষণ করা;
  - ✓ বিভিন্ন দেশ হতে আগত আক্রান্ত যাত্রীদের বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, সিভিল অ্যাভিয়েশন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
  - ✓ বিমানবন্দরে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protection Equipment) ও সার্বক্ষণিক অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা এবং
  - ✓ সকল স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদাভাবে মেডিকেল টিম গঠন করা ইত্যাদি।
- দেশে মার্স ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিরোধে নিম্নলিখিত সতর্কতামূলক/প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে :
  - ✓ যেমন :মার্স-করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক তথ্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা;
  - ✓ এ সংক্রান্ত একটি লিফলেট তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য পরিচালক, IEDCR (আইইডিসিআর)-কে অনুরোধ করা;
  - ✓ বিভিন্ন বন্দর দিয়ে প্রবেশ-মুখেই উট পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা;
  - ✓ সৌদি আরব থেকে প্রত্যাগত যাত্রীদের বিমানের মধ্যে মার্স-করোনা ভাইরাস সংক্রমণসংক্রান্ত স্বাস্থ্য তথ্য কার্ড বিলি করা ইত্যাদি।
- দশম জাতীয় সংসদে ২০১৮ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে গত ২১.১২.২০১৭ তারিখে হালনাগাদ প্রতিবেদন এবং ভাষণের সংক্ষিপ্তরূপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ০৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর পক্ষে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মতে স্বাক্ষরিত APA মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক গত ২১.০৬.২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনাটি ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার কর্নারে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্তির নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের বিষয়ে বিস্তারিত ক্ষেত্র চিহ্নিত করে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয় এবং সে আলোকে কার্যক্রম চলমান আছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর বিধান অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে 'তথ্য অধিকার' বিষয়ক পৃথক মেন্যু সৃজন করা হয়েছে।
- ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে মনিটরিং কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার কাজ ব্যাপক এবং মনিটরিং এর ক্ষেত্র বহুমাত্রিক হলেও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, টেলিফোনে পরিবীক্ষণ, ওয়েবসাইটে নাগরিকের অভিযোগ পর্যালোচনা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ/মতামত পর্যালোচনা করে বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসকদের উপস্থিতিসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২৩.০১.২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে সভাপতি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। সেলের সদস্যগণ কর্তৃক দেশের জেলায়/উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে আকস্মিক পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য সেবা দানের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ প্রদান করে থাকে। স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন, চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিদর্শনের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে ধারাবাহিক সভা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান আছে।
- গত ০৮.০৪.২০১৮ তারিখে সারাদেশে স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক হাজিরা নিশ্চিতকরণের জন্য ১ মাসের মধ্যে সকল বায়োমেট্রিক মেশিন সচল ও কার্যকরকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, সারাদেশে বিভিন্ন হাসপাতালসহ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে স্থাপিত বায়োমেট্রিক মেশিন যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হওয়ায় এই নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গত ২৩.০৫.২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দেশের হাসপাতালসমূহের সার্বিক স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় জনগণের জন্য গুণগত, মানসম্পন্ন

স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে হাসপাতালগুলোতে সান্ধ্যকালীন রাউন্ড সেবা প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা বিকেন্দ্রীকরণ ও বেসরকারি হাসপাতালে সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানের বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৪৬টি উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত ও জারি করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবাদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া গুণগত পরিবর্তন আনয়নের বিষয় বিবেচনা করে এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে কয়েক দফা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চিফ ইনোভেশন অফিসার কর্তৃক প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে ইনোভেশন টিমের সভা এবং নাগরিক সেবাদান প্রক্রিয়ায় দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণসহ মাঠ পর্যায়ের ইনোভেটর/ ইনোভেশন অফিসারদেরকে নিয়ে সভা আয়োজন করা হয়।

- জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৭ -এ গৃহীত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সম্পর্কিত স্বল্পমেয়াদি ০৫টি, মধ্যমেয়াদি ০৪টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ০৬টি সর্বমোট ১৫টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসক সম্মেলন **২০১৭** উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণের মুক্ত আলোচনাকালে গৃহীত ০৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

- গত ০২ জুলাই ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সচিবদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। সে আলোকে ০৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে এ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ সিরাজুল হক খানের সভাপতিত্বে একটি ফলো-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৬টি নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য তৎপর হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া বিগত ০৪.০৩.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সচিব সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন :

- ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে "মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন, ২০১৮" এর গেজেট জারি হয়েছে;
- ২৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে "স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন-মেডিকেল (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮" এর গেজেট জারি হয়েছে;
- The Vaccination Act, 1880 এবং The Epidemic Diseases Act, 1897 একীভূত করে পূর্ণাঙ্গরূপে বাংলা ভাষায় হালনাগাদ আইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে;
- ''The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)' রহিতক্রমে 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮' গত ৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করে । পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- The Drugs Act, 1940 এবং The Drug (Control) Ordinance, 1982 বাংলায় অনুবাদ করে "ঔষধ আইন, ২০১৭" এর (সংশোধিত খসড়া) পুনরায় বাংলায় প্রমিতকরণের লক্ষ্যে "ঔষধ আইন, ২০১৮" জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।;
- The Public Health (Emergency Provisions) Ordinance, 1944 রহিতক্রমে পূর্ণাঙ্গরূপে বাংলা ভাষায় হালনাগাদ আইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে;
- The Eye Surgery (Restriction) Ordinance, 1960 আইনটি পরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক বাংলা ভাষায় প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- "সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৮" এর খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং শেষে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। ।
- The Medical Practice Private Clinics and Laboratories (Regulation) (Amendment) Ordinance, 1982 (১৯৮৪ সালে সংশোধিত) রহিতক্রমে বাংলা ভাষায় "চিকিৎসা সেবা আইন" প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে শীঘ্রই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবান করা হবে;
- 'The Bangladesh Red Crescent Society Order (P.O No. 26 of 1973) রহিতক্রমে "বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আইন, ২০১৮" এর খসড়া চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- "আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ আইন, ২০১৭" এর খসড়া পুনরায় ভেটিংয়ের জন্য গত ১৭ মে ২০১৮ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়			
ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা নং
১	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পরিচিতি		৫
২	কর্মপরিধি, সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল		৫-১০
৩	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মবন্টন ও সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি		
	৩.১	প্রশাসন অনুবিভাগ	১১-২৪
	৩.২	জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ	২৫-২৯
	৩.৩	আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগ	৩০-৩৮
	৩.৪	ঔষধ প্রশাসন ও আইন অনুবিভাগ	৩৯-৪১
	৩.৫	বাজেট অনুবিভাগ	৪২-৪৩
	৩.৬	হাসপাতাল অনুবিভাগ	৪৪-৪৭
	৩.৭	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অনুবিভাগ	৪৮-৪৯
	৩.৮	উন্নয়ন অনুবিভাগ	৫০-৫৫
	৩.৯	পরিকল্পনা অনুবিভাগ	৫৬-৫৯
	৩.১০	অটিজম সেল	৬০-৬৪
দ্বিতীয় অধ্যায়			
৪	অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ		৬৫
	৪.১	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৬৬-৯৮
	৪.২	ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৯৯-১০৫
	৪.৩	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১০৬-১১৯
	৪.৪	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	১২০-১২৭
	৪.৫	স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট	১২৮-১৩১
	৪.৬	নিমিউ অ্যান্ড টিসি	১৩২-১৩৪
	৪.৭	ট্রান্সপোর্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স অর্গানাইজেশন	১৩৫-১৩৭
তৃতীয় অধ্যায়			
৫	উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান		
	৫.১	এসেনশিয়াল ড্রাগ কোম্পানী	১৩৮-১৪১